গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
আইন শাখা-২
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.tmed.gov.bd

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

স্মারক নম্বর: ৫৭.০০.০০০০.০৪৭.০৪.১৫০.১৯.১৬৭

তারিখ: ২ আশ্বিন ১৪২৬
১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯

বিষয়: **রিট পিটিশন নং-৩৯৪/২০১৯ মামলায় সরকার পক্ষের জবাব দাখিলসহ প্রয়োজনীয় আইনী ব্যবস্থাগ্রহণ।**

সূত্র: হাইকোর্ট বিভাগের রুল নিশি জারির আদেশ, তারিখ: ২১.০১.২০১৯ খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকেমহোদয়ের সদয় অবগতি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জনাব মো: অহিদুজ্জামান, পিতা: আব্দুল ফজল সরদার, গ্রাম: আলীপুর দক্ষিণ, পোষ্ট: হামিদপুর, থানা: কলারোয়া, জেলা: সাতক্ষীরা এবং অন্যান্য কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং-৩৯৪/২০১৯ দায়ের করা হয়েছে।

০২. উক্ত মামলায় সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয় মহোদয়-কে ১নং রেসপনডেন্ট, সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় মহোদয়-কে ২ নং রেসপনডেন্ট, চেয়ারম্যান, এনটিআরসি-কে ৩ নং রেসপনডেন্টসহ মোট ৫ (পাঁচ) জনকে রেসপনডেন্ট করা হয়েছে।

০৩. রুল নিশি জারির আদেশটি পর্যালেচনা করে দেখা যায় যে, "বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবল কাঠামো ও এম.পি.ও. নীতিমালা-২০১৮" এবং "বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাদ্রাসা) জনবল কাঠামো ও এম.পি.ও. নীতিমালা-২০১৮" এর ১১.৬ ধারায় বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকুরীতে প্রথম প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩৫ বছর নির্ধারণের বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ করে এবং এনটিআরসিএ-এর ১৯.১২.২০১৮-০২.০১.২০১৯ খ্রি: এর গণবিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ করে রিট পিটিশন নং-৩৯৪/২০১৯ মামলাটি দায়ের করা হয়েছে।

০৪. "বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাদ্রাসা) জনবল কাঠামো ও এম.পি.ও. নীতিমালা-২০১৮" এর ১১.৬ অনুচ্ছেদটি নিম্ন রূপ:

"বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (মাদ্রাসা) শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকুরিতে প্রথম প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩৫ বছর। তবে সমপদে বা উচ্চতর পদে নিয়েগের ক্ষেত্রে ইনডেক্সধারীদের জন্য বয়সসীমা শিথিলযোগ্য। শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ ৬০ (ষাট) বছর বয়স পর্যন্ত প্রদেয় হবে। বযস ৬০ বছর পূর্ণ হবার পর কোন প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠান প্রধান/সহ: প্রধান/ শিক্ষক-কর্মচারিকে কোন অবস্থাতেই পূন: নিয়োগ বা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া যাবেনা।"

০৫. বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের ওয়েবসাইট থেকে জানা যায় যে, মামলাটি ১৩.০১.২০১৯ খ্রি: তারিখে ফাইলড হয়েছে। মামলাটি ফাইলিং এর পরে ০৪.০৪.২০১৯ খ্রি: থেকে ২৯.০৮.২০১৯ খ্রি: পর্যন্ত মোট ৬৫ কার্যদিবস হেয়ারিং এর জন্য ধার্য ছিল। ওয়েবসাইটের তথ্যমতে মামলাটি Annex Building Court No.25-এ আছে।

০৬. মামলাটি বাংলাদেশ সরকারের একটি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংক্রান্তে। সে কারণে মামলাটি বিষয়ে সরকার পক্ষে জবাব (*Affidavit in opposition*) আদালতে দাখিলসহ জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন।

০৭. এমতাবস্থায় উপরিউক্ত বিষয়টি বিবেচনা করে রিট পিটিশন নং-৩৯৪/২০১৯ মামলায় সরকার পক্ষে জবাব (*Affidavit in opposition*) দাখিলসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণক্রমে আগামী ৩০.০৯.২০১৯ খ্রি: তারিখের মধ্যে টিএমইডিতে তথ্য প্রেরণের জন্য মহোদয়কে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

১৭-৯-২০১৯
ড. মো: মহাতাব হোসেন
সংযুক্ত কর্মকর্তা (আইন)

এ্যাডভোকেট এস.কে শফিক মাহমুদ পুষ্প, বিজ্ঞ আইনজীবি,
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
আজিজ কো-অপারেটিভ কমপ্লেক্স, চেম্বার নং-বি-১, ষষ্ঠ
ফ্লোর, ২০৪, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্বরণি, বিজয়
নগর, ঢাকা-১০০০।

স্মারক নম্বর: ৫৭.০০.০০০০.০৪৭.০৪.১৫০.১৯.১৬৭/১(৭)

তারিখ: ২ আশ্বিন ১৪২৬
১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।

২) মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় উপমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।

৩) সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

৪) সিসটেম এ্যানলিস্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)

৫) যুগ্ম-সচিব (অডিট ও আইন)মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।

৬) উপসচিব (অডিট ও আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৭) অফিস কপি/ মাস্টার কপি, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ।

১৭-৯-২০১৯
ড. মো: মহাতাব হোসেন
সংযুক্ত কর্মকর্তা (আইন)